নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
১০ বঙ্গবন্ধু রোড, নগর ভবন
নারায়ণগঞ্জ
www.ncc.gov.bd

" শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি "

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নবম (৯ম) সাধারণ সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি : **ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী**
মেয়র
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
সভার তারিখ : ২৩/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ, রোজ: মঙ্গলবার
সময় : বেলা ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থান : **সভাকক্ষ** (৫ম তলা), **নগরভবন, নারায়ণগঞ্জ**।

উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণের নামের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) সংযুক্ত (পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য)।

মাননীয় মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী মহোদয়ের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে সদ্য পদায়নকৃত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেনসহ পরিষদের সম্মানীত কাউন্সিলরদের সভায় স্বাগত জানান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সকলের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার নিয়মিত কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি- ১: বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ১২/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ, রোজ রবিবার অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পরিষদের অষ্টম মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। গত সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিভাগ/শাখা ভিত্তিক সুস্পষ্ট প্রতিবেদন বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। অতঃপর উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
বাস্তবায়নে: কাউন্সিলর, কর্মকর্তা/ কর্মচারী (সকল), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি- ২: রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা: প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চ:দা:) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন অক্টোবর/ ২০২৩ হতে ডিসেম্বর/ ২০২৩ মাস পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের নিম্নবর্ণিত অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।
রাজস্ব আদায় : অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ : (অক্টোবর/ ২০২৩ হতে ডিসেম্বর/ ২০২৩)

অঞ্চল	আদায়ের খাত	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের দাবী	ডিসেম্বর/২০২৩ মাস পর্যন্ত আদায়	অনাদায়ের পরিমাণ (বকেয়া সহ)	আদায়ের হার (%)
নারায়ণগঞ্জ	পৌরকর	২৯,৬৩,৯৯,৭৫৭/-	৮,৫০,২৬,১৭৪/-	২১,১৩,৭৩,৫৮৩/-	২৯%
	ট্রেড লাইসেন্স	৫,০০,০০,০০০/-	৩,৭৪,৬২,৬৬০/-	১,২৫,৩৭,৩৪০/-	৭৫%
	দোকান ভাড়া	২,৮৪,৩৮,৮৮০/-	১,১৭,০৪,৬৯৩/-	১,৬৭,৩৪,১৮৭/-	৪১%
সিদ্ধিরগঞ্জ	পৌরকর	৪৪,৯২,১৬,৬৭৯/-	১৫,৬০,০৯,৪১২/-	২৯,৩২,০৭,২৬৭/-	৩৫%
	ট্রেড লাইসেন্স	৩,২০,০০,০০০/-	২,১৭,৭৯,২৯৯/-	১,০২,২০,৭০১/-	৬৮%
	দোকান ভাড়া	৬৯,৪৭২/-	২৯,১৭৬/-	৪০,২৯৬/-	৪২%
কদমরসুল	পৌরকর	২০,৮৫,৪৯,৬৬৯/-	৮,৩৫,৭৪,৩৮৮/-	১২,৪৯,৭৫,২৮১/-	৪০%
	ট্রেড লাইসেন্স	৮০,০০,০০০/-	৫৩,৯৯,১২০/-	২৬,০০,৮৮০/-	৬৭%
	দোকান ভাড়া	৬,৩১,৮০৮/-	৩,৭১,৫২২/-	২,৬০,২৮৬/-	৫৯%

সিদ্ধান্ত: (১) ওয়ার্ড ভিত্তিক কর খেলাপীদের তালিকা প্রণয়ন করে আদায় অভিযান পরিচালনা, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় কার্যক্রম জোরদার করা। (২) ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ও ব্যবসায়ীদের কে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য অঞ্চল ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ (৩) মার্কেট, ফ্ল্যাট ও দোকান ভাড়া আদায়ে তৎপর হওয়াসহ যাবতীয় রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোড়ালোভাবে সম্পন্ন করা (৪) লক্ষ্যমাত্রা

অনুযায়ী আদায় কার্যক্রম জোরদার করা এবং বকেয়া পৌরকর আদায়ে ১৫% ছাড় প্রদান করে আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করাসহ রাজস্ব আদায়ে কাঙ্খিত মাত্রা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তা চলমান রাখার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: কর আদায়, বাজার শাখা এবং ট্রেড লাইসেন্স শাখা, দোকানভাড়া ও মার্কেট সেলামী আদায় শাখা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসুচি- ৩: অক্টোবর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/ ২০২৩ মাসের আয়-ব্যয় হিসাব পর্যালোচনা।

আলোচনা: প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চ:দা:) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন গত ০৩ (অক্টোবর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/ ২০২৩) মাসের নিম্নরূপ আয়-ব্যয় অবহিত করেন ।

খাত	অক্টোবর/২০২৩	নভেম্বর/২০২৩	ডিসেম্বর/ ২০২৩
রাজস্ব আয়	৩,৯৭,৩৯,৮২৪/-	১১,০২,০৮,৭৩৯/-	৯,০১,০৮,৮৬৭/-
উন্নয়ন আয় (থোক বরাদ্দ থেকে)	৩,২৪,০০,০০০/-	৬৬,৬০,০০০/-	--
মোট আয়	৭,২১,৩৯,৮২৪/-	১১,৬৮,৬৮,৭৩৯/-	৯,০১,০৮,৮৬৭/-
রাজস্ব ব্যয়	৪,৬৩,৪৩,৮৬৬/-	৪,১২,৩৪,৬৭৭/-	১,৫৫,০৫,৫৪১/-
উন্নয়ন ব্যয় (রাজস্ব থেকে)	২,২৬,৩৫,০২৯/-	৪,৩৫,৮৫,৬৩৭/-	৪,১৬,৫১,২৩০/-
উন্নয়ন ব্যয় (থোক বরাদ্দ থেকে)	৬৫,০০০/-	--	--
মোট ব্যয়	৬,৯০,৪৩,৮৯৫/-	৮,৪৮,২০,৩১৪/-	৫,৭১,৫৬,৭৭১/-

এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন, সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যয় বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। বকেয়া পৌরকর ও পানির বিল আদায়ের লক্ষ্যে তিনি সকল কাউন্সিলরগণের সহযোগীতা কামনা করেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন- কতিপয় কাউন্সিলরগণ মন চাইলে কর আদায়ে সহযোগীতা করেন আর কেউ কেউ করতে চান না। এটা সিটি কর্পোরেশনের রুটিন কাজ। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে সকল কাউন্সিলরগণ নিয়মিত সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকেন না। নিয়মিত সভা করা এবং সাব কমিটির নিয়ন্ত্রন ও নিজের ওয়ার্ড পর্যায়ে সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করা একজন কাউন্সিলরের দায়িত্ব। সবাইকে নিয়মিত কর আদায়ে সচেষ্ট থাকতে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

মাননীয় মেয়র মহোদয়ের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয় যে ওয়ার্ডের কর আদায় সবচেয়ে কম সে ওয়ার্ড সম্পর্কে জানতে চান। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন এ ব্যাপারে তথ্য দিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবগত করেন। তিনি জানান- সিটি কর্পোরেশন চলে তার নিজস্ব আয় দিয়ে। আয়ের মূল উৎস হচ্ছে হোল্ডিং ট্যাক্স। এ ব্যাপারে দেখাশুনা করার দায়িত্ব সম্মানীত কাউন্সিলরগণের। এ বিষয়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক কোন সমস্যা থাকলে তিনি অত্র দপ্তরে জানানোর জন্য সম্মানীত কাউন্সিলরগণকে অনুরোধ করেন।

নিয়মিত ও বকেয়া কর আদায়ের বিষয়ে ১৩নং ওয়ার্ডের সম্মানীত কাউন্সিলর জনাব মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ জানান- আগামী ২৮/০২/২০২৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটি ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কর আদায়ে দায়িত্ব বহাল রাখা যেতে পারে। বর্ণিত তারিখ পর্যন্ত আদায়ের হার সন্তোষজনক না হলে ওয়ার্ড বদল করে কাউন্সিলরদের কর আদায়ে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। উক্ত বক্তব্যের সাথে একমত পোষন করে ১৫নং ওয়ার্ডের সম্মানীত কাউন্সিলর জনাব অসিত বরণ বিশ্বাস জানান- তার জানা মতে তার নির্বাচনী এলাকায় ৮০% জনগণ নির্ধারিত সময়ে কর পরিশোধ করে থাকেন। বাকি ২০% জনগণ যারা ঠিকমতো কর পরিশোধ করেন না তাদের নিকট বকেয়া দাবীর ৯০% টাকা অনাদায়ী রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এ বক্তব্যের সাথে নগর পরিষদের বেশির ভাগ কাউন্সিলরগণ একমত পোষণ করেন। ১১নং ওয়ার্ডের সম্মানীত কাউন্সিলর জনাব মোঃ অহিদুল ইসলাম কর আদায়ের স্বার্থে প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিসে কর আদায় করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন। এতে জনগণের কর পরিশোধ করতে সুবিধা হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ১০নং ওয়ার্ডের সম্মানীত কাউন্সিলর জনাব ইফতেখার আলম খোকন জানান- তার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত কর পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রেরিত কর খেলাপী গ্রাহকের তালিকার অনেক হোল্ডিং মালিকদের সনাক্ত করা যাচ্ছে না। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর অনেক বেশি। সেগুলো আদায়ে জোরদার অভিযান পরিচালনা করা দরকার।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান- বকেয়া কর আদায়ের লক্ষ্যে হোল্ডিং মালিকদের নোটিশ দেয়া হবে। তারপরেও তারা কর পরিশোধ না করলে নিয়মানুযায়ী তাদের মালামাল ক্রোক করার বিধান রয়েছে। তাছাড়াও কর আদায়ে জন সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। বড় অংকের কর খেলাপী গ্রাহকদের অফিসে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। তাদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করতে হবে। তাহলে

অন্তত কর আদায়ে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থায় না যেয়ে আলোচনার মাধ্যমে বকেয়া কর আদায় করা যাবে। মাননীয় মেয়র মহোদয় প্রতি ওয়ার্ডে যেয়ে কাউন্সিলরদের খেলাপী গ্রাহকদের চিহ্নিত করাসহ সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাব বুঝিয়ে দেয়ার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে, অক্টোবর/ ২০২৩ হতে ডিসেম্বর/ ২০২৩: গত ০৩ মাসের আয়-ব্যয় হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়নেঃ হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসুচি -৪: উন্নয়নমুলক কার্যক্রম (চলমান প্রকল্প ও নতুন প্রকল্প) এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা: এ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ বলেন, পর্যায়ক্রমে অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়নমুলক কার্যক্রমসমূহের (চলমান প্রকল্প ও নতুন প্রকল্প) এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন।

সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল:
১। ওটিএম পদ্ধতিতে ই-টেন্ডার নং-২৬/২০২০-২১, তাং-২৩/০৬/২০২১ (নিজস্ব) এর ০১টি প্রকল্পের কাজ চলমান অগ্রগতি ৭০%।
২। ওটিএম পদ্ধতিতে ই-টেন্ডার নং-০৩/২০২১-২২, তাং-০৩/১০/২০২১ (নিজস্ব) এর ০১টি প্রকল্পের কাজ চলমান অগ্রগতি ৯৭%।
৩। ওটিএম পদ্ধতিতে ই-টেন্ডার নং-০৯/২০২২-২৩, তাং-২১/০৫/২০২১ (নিজস্ব) এর ০১টি প্রকল্পের কাজ চলমান অগ্রগতি ৫%।

নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল:
(১) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-১৮/২০১৮-২০১৯, এর ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি সমাপ্ত ও ২টি কাজ চলমান আছে যার অগ্রগতি ৯৪%।
(২) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-২৮/২০১৮-১৯, এর ৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি সমাপ্ত ও ২টি কাজ চলমান যার গড় অগ্রগতি ৯৬%।
(৩) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-১৩/২০১৯-২০, এর ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি কাজ সমাপ্ত ও ২টি কাজ চলমান যার গড় অগ্রগতি ৯২%।
(৪) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-১৭/২০১৯-২০, এর ১টি প্রকল্পের (অপরাজিতা স্কুল ভবন) অগ্রগতি ৯৯%।
(৫) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-১৬/২০২০-২১, এর ৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি কাজ সমাপ্ত ও ৫টি কাজ চলমান আছে যার অগ্রগতি ৬৬%
(৬) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-১৯/২০২০-২১, এর ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি কাজ সমাপ্ত ও ১টি কাজ চলমান আছে যার অগ্রগতি ৯৮%
(৭) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-০৩/২০২১-২২, এর ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি কাজ সমাপ্ত ও ২টি কাজ চলমান যার গড় অগ্রগতি ৩০%
(৮) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-০১/২০২২-২৩, এর ১টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি কাজ চলমান যার গড় অগ্রগতি ৯৯%
(৯) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-০৮/২০২২-২৩, এর ৫টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি কাজ সমাপ্ত ও ৪টি কাজ চলমান যার গড় অগ্রগতি ৫৩%
(১০) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-২৫/২০১৮-১৯(সেবক কলোনী), এর ৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি কাজ সমাপ্ত ও ১টি কাজ চলমান যার গড় অগ্রগতি ৯৭%
(১১) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-০৪/২০২০-২১(সেবক কলোনী), এর ২টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি কাজ চলমান যার গড় অগ্রগতি ৯১%

কদমরসুল অঞ্চল:
০১। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-১৯/২০২০-২১ (OTM) এর মোট প্রকল্প সংখ্যা ০৯ টি তন্মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে=০৫ টি, চলমান =০৩ টি, (স্থগিত করা হয়েছে=০১টি) গড় অগ্রগতি=৭৬%

উপরোক্ত আলোচনার সার সংক্ষেপে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান- বেশির ভাগ কাজের প্রকল্পগুলো প্রায় শেষ এবং গড় অগ্রগতি ৯০%। ১৩নং ওয়ার্ডের সম্মানীত কাউন্সিলর জনাব মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ জালকুড়ি এলাকায় একটি Landfill করার কথা ছিল। সেই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। সে প্রেক্ষিতে মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন- জটিলতার কারণে ওটা মন্ত্রণালয় থেকে বন্ধ করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন থেকে নতুন জায়গা সন্ধান করা হচ্ছে। যথাযথ স্থান পেলে সে ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কাজসমূহ সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়নে: প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসুচি- ৫: পানি সরবরাহ বিভাগের নিয়মিত সেবা প্রদান কার্যক্রম ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনা।

আলোচনা: ৫(১): নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ সভাপতি মহোদয়সহ উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ওয়াসা, নারায়ণগঞ্জ জোন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অধিভুক্ত হয়েছে গত ৩১ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিঃ অর্থাৎ ১ নভেম্বর, ২০১৯ হতে ঢাকা ওয়াসার নারায়ণগঞ্জ জোন এর দায়িত্ব নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের। বর্তমানে তা পানি সরবরাহ বিভাগ নামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জীবানুমুক্ত ও নিরাপদ পানি সরবরাহের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরুপ:

দৈনিক কার্যক্রম ঃ

১। বর্তমানে ৩৭টি গভীর নলকূপের মধ্যে ৩৪টি নলকুপ সচল রয়েছে। যার মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৮.১৬ কোটি লিটার পানি উৎপাদন করা হচ্ছে।
২। গোদনাইল ওয়াটার ওয়ার্কস হতে প্রতিদিন প্রায় ২.৩০ (দুই কোটি) ত্রিশ লক্ষ লিটার পানি উৎপাদন করা হচ্ছে।
৩। সোনাকান্দা ওয়াটার ওয়ার্কস হতে প্রতিদিন প্রায় ৬৫ (পঁয়ষট্টি) লক্ষ লিটার পানি উৎপাদন করা হচ্ছে। সর্ব মোট = ৮.১৬+২.৩০+০.৬৫ = ১১.১১ (এগার কোটি এগার লক্ষ) লিটার পানি উৎপাদন করে নেটওয়ার্কে সরবরাহ করা হচ্ছে।
৪। তাছাড়া নেটওয়ার্ক এলাকার কোথাও লিকেজ বা ময়লা-দূর্গন্ধযুক্ত পানি পেলে অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে লিকেজ মেরামত এবং ময়লা পানি দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
৫। রাজস্ব শাখা কর্তৃক ফিল্ড লেভেলে পানির বিল আদায় করতঃ বকেয়া আদায় তদারকি করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সেই সাথে পানির বিল আদায় ও নেটওয়ার্ক সহজীকরণের লক্ষ্যে হোল্ডিং এর জরিপ কাজ চলমান।
৬। জরুরী প্রয়োজনে পানির লাইন সম্প্রসারণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এর কাজ করা হচ্ছে।
৭। পানি সরবরাহের রাজস্ব আদায়ে নিজস্ব সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিল জারি চলমান আছে।
৮। ব্যক্তি মালিকানায় গভীর নলকূপ স্থাপন এবং পানির সার্ভিস সংযোগ অনুমোদন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
৯। বিদ্যমান ওয়াটার ওয়ার্কস ও গভীর নলকূপসমূহের ফিল্ড মেইন্টেনেন্স ওয়ার্ক নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

১। দেওভোগ ছোনখোলা নতুন স্থাপিত পানির পাম্প টি সচলের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
২। ADB এর সহায়তায় UIIPF প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান Water Works সম্প্রসারন, পুনঃসংস্কার এবং উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।
৩। ADB সাহায্যপুষ্ট বিনিয়োগ প্রকল্প Narayanganj Green & Resilient Urban Development Project এর মাধ্যমে মোট ৩২০কিঃমিঃ বিতরণ পাইপ পরিবহন করা হবে। বিতরণ পাইপ হিসেবে HDPE পাইপ ব্যবহার করায় লিকেজ, অবৈধ গ্রাহক ইত্যাদি হ্রাস পাবে মর্মে আশা করা যায়।
৪। পানি সরবরাহ হবে আধুনিক DMA (District Metered Area) পদ্ধতির। যেখানে ওয়ার্ড ভিত্তিক Non-Revenue Water (NRW) তথা System loss হিসাব করা যাবে। ফলে সমস্যা খুঁজে পেতে সহজ হবে। পানি অপচয় হ্রাস পাবে।
৫। Drinkwell কর্তৃক Water ATM বুথ স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে; যার পাইলটিং কার্যক্রম চলতি সপ্তাহেই শুরু হবে।

আলোচনা ৫(২): পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব শাখার সার্বিক বিষয়ে আলোচনা: এ প্রসঙ্গে পানি সরবরাহ শাখার রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব ইশরাত জাকিয়া জানান যে, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জন্য নতুন সফটওয়্যারের মাধ্যমে পানির বিল ইতোমধ্যে গ্রাহকদের নিকট মাসিক বিল বিতরণ করা হয়েছে। বিলের বিপরীতে বকেয়া ও হাল আদায় চলমান আছে। পানির নিয়মিত বিল বিতরন করাসহ বকেয়া বিল আদায় চলমান আছে। টার্গেট অনুযায়ী আদায় কাজ করার চেষ্টা চলমান আছে। ওয়ার্ড ভিত্তিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রায় ১৭০০০ ডিপ টিউবয়েলসহ ২৬০০০ (প্রায়) অবৈধ পানির সংযোগ পাওয়া গেছে। তিনি এ সকল অবৈধ লাইন বৈধ করণে এবং বকেয়া বিল আদায়ে সংশ্লিষ্ট সকল কাউন্সিলরগণের সহযোগীতা কামনা করেন। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পানি সরবরাহ বিভাগের রাজস্ব শাখার নতুন বিলিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে আদায়কৃত পানির বিলের বিবরণী নিম্নরূপ:

আদায়ের পরিমান			
সময়কাল			মোট আদায়
অক্টোবর/২০২৩	নভেম্বর/২০২৩	ডিসেম্বর/২০২৩	
০১	০২	০৩	০৪ (১+২+৩)
পানির বিল (বকেয়া ও হাল)= ১৭৭৬৭৮৩০.৫১	পানির বিল (বকেয়া ও হাল)= ১২৮৭২৭৩০.৩১	পানির বিল (বকেয়া ও হাল)= ১০৩০৭৯৬৭/-	৪,০৯,৪৮,৫২৭.৮২ টাকা

বর্ণিত আলোচনার প্রেক্ষিতে মাননীয় মেয়র মহোদয় অবৈধ সংযোগধারী গ্রাহকদের On the spot বৈধতা দেয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সেই সাথে ডিমান্ড নোটের টাকা জমার দিন হতে বিল জারির নির্দেশনাসহ অতিদ্রুত উপরোক্ত অবৈধ ২৬০০০ লাইনকে বৈধতার আওতায় আনার ব্যবস্থা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, (১) পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ত্রুটিযুক্ত পানির লাইন ও বিকল হয়ে যাওয়া পাম্প দ্রুত মেরামত করণ; (২) অবৈধ সংযোগধারী গ্রাহকদের অতি দ্রুত বৈধতার আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ, বকেয়া পানির বিল আদায়ে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখাসহ সমস্যাসমূহ সমাধান করার আনুষঙ্গিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়নে: পানি সরবরাহ বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসুচি -৬: নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ পরিচালনা এবং সেবা প্রদান বিষয়ক আলোচনা।

আলোচনা: ০৬ (১): নগর মাতৃসদন পরিচালনা আলোচনা: মেডিকেল অফিসার নাফিয়া ইসলাম উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান- নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্বাস্থ্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানট ২০১৩ সালের ডিসেম্বর হতে ADB অর্থায়নে পরিচালিত আরবান প্রকল্পের আওতাধীন PKSP & PPS নামক এনজিও কর্তৃক পরিচালিত হতো; যা গত আগষ্ট ২০১৯ সাল হতে সিটি কর্পোরেশন গ্রহন করে এবং নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক অটো এনালাইজার মেশিন, আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন, প্রিন্টারসহ কম্পিউটার ও হরমোন এনালাইজারসহ বেশ কিছু যন্ত্রাংশ সংযোজন পূর্বক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সিটি কর্পোরেশন ব্যাপক উদ্যোগ নেয়।

(ক) গত মে/২০২৩ মাস হতে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও নগর মাতৃসদন হাসপাতালে শুধুমাত্র বহিঃবিভাগ সেবা চালু করার পর ব্যয় সংকোচনের প্রেক্ষিতে আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত ০৩ মাসের (অক্টোবর-ডিসেম্বর) আয় ব্যয়ের বিবরণ নিম্নরূপ:

কেন্দ্রের নাম	আয়	ব্যয় (বেতন+ তেল খরচ+ অফিস খরচ+ ওষুধ)	মন্তব্য
নগর মাতৃসদন	৪,৫৪,১০৫/-	৫,৪৫,৩১০/-	ভর্তুকি- ৯১,২০৫/-
নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-০১	৩,৫০,০৩৩/-	৩,৯২,২৬৬/-	ভর্তুকি- ৪২,২৩৩/-
নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-০২	৭,৪২,৬৬৯/-	৪,৩২,৫১৪/-	অবশিষ্ট- ৩,১০,১৫৫/-
নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-০৩	২,৮৬,৮৭৯/-	৪,৭২,৭১৬/-	ভর্তুকি- ১,৮৫,৮৩৭/-
সর্বমোট	**১৮,৩৩,৬৮৬/-**	**১৮,৪২,৮০৬/-**	**অতিরিক্ত ব্যয়= ৯,১২০/-**

(খ) বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চলমান সেবার মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রস্তাবনা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সেবার নাম	বর্তমান মূল্য	প্রস্তাবিত মূল্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১)	Service Charge (Doctor)	৫০	১০০
২)	Service Charge (Paramedic)	৫০	৫০
৩)	CBC	২০০	২০০
৪)	Hb%	১০০	১৫০
৫)	BT.CT	২০০	২০০
৬)	Blood Transfution	২২০০	১৫০০
৭)	Blood Suger & CUS	১০০	১০০
৮)	OGTT	২০০	২০০
৯)	S. Billirubin	১০০	২০০
১০)	S. Creatinine	২০০	৩০০
১১)	S. Uric acid	২০০	৩০০
১২)	Blood Urea	২০০	৪০০
১৩)	SGPT (ALT)	২০০	৩০০
১৪)	SGOT (AST)	২০০	৪০০
১৫)	S. Albumin	২০০	৪০০
১৬)	Lipid Profile	৫০০	৬০০
১৭)	S. Cholesterol	২০০	৩০০
১৮)	Blood Group	১০০	১০০
১৯)	RA Test	২৫০	৩০০
২০)	HbsAg (s)	৩৫০	৩৫০
২১)	HCV	৫০০	৫০০
২২)	HIV	৫০০	৫০০
২৩)	VDRL	২০০	৩০০
২৪)	Anti-HEV	১০০০	১০০০
২৫)	TPHA	৩৫০	১০০০
২৬)	MP	১০০	২০০

২৭)	ICT Kala Azar	২৫০	২৫০
২৮)	Widal Test	২০০	৩০০
২৯)	CRP	৪০০	৫০০
৩০)	CRP (Quantitative)	৮০০	৬০০
৩১)	ASO	৪০০	৫০০
৩২)	Febrile Antigen	৫০০	৫০০
৩৩)	Dengue IgG IgM	৫০০	২০০
৩৪)	Dengue Ns1	৫০০	২০০
৩৫)	Chikun Gunya	৫০০	৫০০
৩৬)	ICT Malaria	৫০০	৫০০
৩৭)	ICT Kala- azar	৫০০	৫০০
৩৮)	MT	২০০	২০০
৩৯)	TSH	৬০০	৮০০
৪০)	Prolactin	৬০০	৮০০
৪১)	HbA1c	৬০০	৮০০
৪২)	T3	৮০০	৮০০
৪৩)	T4	৮০০	৮০০
৪৪)	FT3	১০০০	৮০০
৪৫)	FT4	১০০০	৮০০
৪৬)	IgE	৮০০	৯০০
৪৭)	B-hcG	১০০০	১০০০
৪৮)	Urine R/M/E	১০০	২০০
৪৯)	Urine CS	৬০০	৮০০
৫০)	Urine For Pregnancy Test	১০০	১০০
৫১)	USG For Pregnancy Profile	৫০০	৬০০
৫২)	USG L/A	৫০০	৬০০
৫৩)	USG-W/A	৮০০	১০০০
৫৪)	USG-HBS	৫০০	৫০০
৫৫)	USG-KUB	৮০০	৮০০

উপরোক্ত ছকে উল্লিখিত রেইট অনুযায়ী সেবামূল্য পুনঃনির্ধারণ করার জন্য তিনি নগর পরিষদের সদয় সিদ্ধান্ত কামনা করেন। এছাড়াও তিনি জানান- বর্তমান প্রেক্ষাপটে নগর মাতৃসদন হাসপাতালসহ নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমান কম। ডাক্তারগণের সেবা ফি বর্তমানে ৫০/- টাকা নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ১০০/- টাকা হারে নিলে কিছুটা হলেও আয় বাড়ানো যাবে। যেহেতু ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমান কম, সেহেতু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার এ প্রস্তাবের সাথে সকল কাউন্সিলরগণ একমত পোষণ করেন।

আলোচনা: ০৬ (২): ওয়ার্ড পর্যায়ে ইপিআই কর্মসুচি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক আলোচনা: মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাফিয়া ইসলাম উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান– নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ইউনিসেফের সহযোগিতায় নিয়োগকৃত কর্মীরা ইপিআইসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন এবং কয়েকটি এনজিও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ সেবা কার্যক্রম নগরীর ২৭ টি ওয়ার্ডে মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়া হচ্ছে। এ সেবার মান উন্নয়ণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখার জন্য প্রতি তিন মাসে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিররগণের সভাপতিত্বে ইতোমধ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডেই পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া আগষ্ট থেকে অক্টোবর/ ২০২৩ তারিখের মধ্যে নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডে MACP প্রকল্পের মাধ্যমে SBCC কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ওয়ার্ড উন্নয়ণ কমিটিকে (WDC) সচল ও সম্পৃক্ত করে ইপিআই কার্যক্রমকে জোরদার করণ ও নতুন ভ্যাকসিন সম্পর্কে অবগত করে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ম- ৯ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মাঝে ২ সপ্তাহ ব্যাপী জরায়ুর মুখ ক্যান্সার প্রতিরোধী HPV টিকাদান ক্যাম্পেইন সফলভাবে শেষ হয়েছে। পরবর্তীতে গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে বাদপড়া সকল শিক্ষার্থী ও ১০-১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের উল্লিখিত সময়ে নিকটবর্তী স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রে টিকাগ্রহণের সুযোগ রেখে কমিউনিটি ক্যাম্পেইনের মাইক্রোপ্ল্যান করা হয়েছে। তথাপিও বাদপড়া কিশোরীদের জন্য জানুয়ারী ৩১ তারিখ পর্যন্ত ৩ অঞ্চলে ৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে জরায়ুমুখ ক্যান্সারের টিকাদান কার্যক্রম চলবে।

সিদ্ধান্ত: (১) আলোচনা-৬(১) এর (খ) ছকের ৪নং কলামে উল্লিখিত রেইট অনুযায়ী সেবামূল্য পুনঃনির্ধারন; **(২)** ডাক্তারগণের সেবা ফি বৃদ্ধি করে ১০০/- টাকা হারে গ্রহণ; **(৩)** ইপিআই কার্যক্রমকে জোরদার করনের পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধিতে নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহ সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব সর্ব সম্মতক্রমে গৃহীত হয়।
বাস্তবায়নে: স্বাস্থ্য বিভাগ এবং হিসাব শাখা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসুচি- ৭: নগরীতে চলমান ব্যাটারী চালিত অটোরিক্সার লাইসেন্স সম্পর্কিত আলোচনা।

আলোচনা: সহকারী সচিব (অঃদাঃ) জনাব মোহাম্মদ হান্নান মিয়া জানান- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন রিক্সা মালিক ঐক্য পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক যৌথ স্বাক্ষরিত পত্রে তারা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১৭,৪৪৩ টি রিক্সার অনুমোদিত লাইসেন্স অটোরিক্সা/ মিশুক লাইসেন্স হিসেবে পাওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

আবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, অত্র সিটি করপোরেশন এলাকায় নারায়নগঞ্জ থানা, সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় আনুমানিক প্রায় ৪০/৪৫ হাজার অটো রিক্সা ও মিশুক চলাচল করে বর্তমানে। যার দরুন রিক্সা চলে না। পাশাপাশি রিক্সার লাইসেন্স অচল হয়ে গেছে। গত নবায়নকৃত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের রিক্সার প্লেট তারা ব্যবহার করতে পারি নাই। তারা রিক্সা ও লাইসেন্স মালিক ও শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্থ ৭/৮ বছর যাবত। অত্র সিটি করপোরেশনের রিক্সা খাত হতে রাজস্ব হতে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বর্তমানে ৬টি সিটি করপোরেশন শতাধিক পৌরসভা রাজস্ব আদায় করে অনুমোদন দিয়ে প্রায় ১০ বছর যাবৎ নির্বিঘ্নে আজও চলছে। তাই তাদের শ্রমিক ও মালিকদের ক্ষতির দিক বিবেচনায় নিয়ে, অত্র সিটি করপোরেশনের বকেয়া সহ আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাদের আকুল আবেদন আর সময় কালক্ষেপন না করিয়া অনুমতি দিতে আপনার দয়া হোক। এমতাবস্থায়, উক্ত ১৭,৪৪৩টি রিক্সার অনুমোদিত লাইসেন্স অটো রিক্সা বা মিশুক চালানোর অনুমতি দিতে মহোদয়ের সদয় মর্জি কামনা করেছেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপট: বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে প্যাডেল রিক্সা ১৭৪৪২টি, ভ্যানগাড়ী ১২০০টি রয়েছে। ইতোমধ্যে সিটি কর্পোরেশন হতে নবায়নের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে এবং ১৭৪৪২ টি লাইসেন্স এর মধ্যে ১৯৭৭টি নবায়ন হয়েছে। এতে সিটি কর্পোরেশন বড় ধরনের রাজস্ব হারাতে যাচ্ছে। সিটি কর্পোরেশনকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার জন্য নতুন নতুন খাতের বিপরীতে রাজস্ব আহরনের জন্য সিদ্বান্ত নেয়া যেতে পারে। বর্তমানে বিদ্যমান রাজস্ব আয়ের উপর সিটি কর্পোরেশন এর উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সরকারী অনুদান বা প্রকল্প সাহায্য দিন দিন কমে যাচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রিক্সা/ভ্যানের লাইসেন্সের বর্তমান চিত্র নিম্নরুপ:

অঞ্চল	লাইসেন্স সংখ্যা	নবায়নকৃত লাইসেন্স সংখ্যা	অবশিষ্ট লাইসেন্স সংখ্যা
সিদ্ধিরগঞ্জ	৫৯৬৬টি	১৬৪টি	৫৮০২টি
নারায়ণগঞ্জ	১০৭৬৫টি	১৮০২টি	৮৯৬৩টি
কদমরসূল	৭১১টি	১১টি	৭০০টি

রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ সহ বিভিন্ন পৌরসভা রিক্সা-কে মিশুক/ ইজিবাইকে অনুমতি প্রদান করেছে। এতে করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও পরিবহন শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন অটোরিক্সা ও চার্জার রিক্সা নিবন্ধন এর মেয়াদ নবায়ন ফিস জরিমানার হার নিম্নরুপ:

নিবন্ধন/ নবায়নের ধরন	টাকার পরিমান
অটোরিক্সার নিবন্ধন ফিস (নতুন)	১০,৫০০/-(দশ হাজার পাঁচশত) টাকা (এককালীন)
অটোরিক্সার নবায়ন ফিস	১,৮০০/-(এক হাজার আটশত) টাকা (প্রতিবছর)
চার্জার রিক্সা নিবন্ধন ফিস (নতুন)	২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা (এককালীন)
চার্জার রিক্সা নিবন্ধন ফিস	৮০০/-(আটশত) টাকা (প্রতিবছর)

খুলনা সিটি কর্পোরেশনে চার্জার রিক্সা নিবন্ধন ফিস নিম্নরুপঃ

নিবন্ধন/ নবায়নের ধরন	টাকার পরিমান
অটোরিক্সার নিবন্ধন ফিস (নতুন)	১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা (এককালীন)
অটোরিক্সার নবায়ন ফিস	২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা (প্রতিবছর)

অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ফি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

সিটি কর্পোরেশনের নাম	মিশুক ফি
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	৫,০০০/+১৫% ভ্যাট
রংপুর সিটি কর্পোরেশন	২,০০০/-

রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ সহ বিভিন্ন পৌরসভা ইতোমধ্যে মিশুক/ ইজিবাইকে অনুমতি প্রদান করে রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি যানবাহন ব্যবস্থাপনা শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছে। এমনকি ঐ সকল সিটি কর্পোরেশন প্লেটের ইউজার কোড দিয়ে অবৈধ রিক্সা সনাক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ১৭৪৪২টি রিক্সার লাইসেন্স বিদ্যমান। প্রাথমিক ভাবে এই সকল লাইসেন্স কে মিশুকে রুপান্তরীত করে আপাতত অস্থায়ীভাবে দেওয়া হয় তবে তাদের নিকট হতে বকেয়া প্রায় ৫,০০,০০,০০০/-(পাচঁ কোটি) টাকা আদায় হবে এবং ৫,০০০/- টাকা হারে ফি নির্ধারণ করে অনুমোদন দেয়া যায় তবে বাৎসরিক মোট ৮,৭২,১০,০০০/-(আট কোটি বাহাত্তর লক্ষ দশ হাজার টাকা) ফরম, ব্লু-বুক, জরিমানা, নামজারিসহ সর্বমোট বকেয়াসহ প্রায় ১৫,০০,০০,০০০/-(পনেরো কোটি) প্রাথমিকভাবে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিম্নলিখিত হারে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে রিক্সার পরিবর্তে মিশুক (ব্যাটারী চালিত) অনুমোদন প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যারা প্যাডেল চালিত রিক্সা চালাতে চায় তাদের সুযোগ রেখে নিম্নলিখিত ফি প্রস্তাব অনুসরণ করা যেতে পারে:

ক্রঃনং	বিষয়	প্রস্তাবিত ফি
০১	আবেদন ফরম	৫০০/-
০২	নাম্বার প্লেট+ ব্লুবুক (প্রতি বছর)	৫০০+ ১৫% ভ্যাট
০৩	মিশুক নিবন্ধন/নবায়ন ফি (প্রতি বছর)	৫,০০০+ ১৫% ভ্যাট
০৪	মিশুক নামজারী/ হস্তান্তর ফি	৫০০+ ১৫% ভ্যাট
০৫	মিশুক ড্রাইভার লাইসেন্স ফি	১,২০০+ ১৫% ভ্যাট (তিন বছর মেয়াদী)
০৬	প্যাডেল চালিত রিক্সা	ভ্যাটসহ ১,৯৩৫ টাকা (পূর্বের ন্যায়)

উপরোক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে ১৫নং ওয়ার্ডের সম্মানীত কাউন্সিলর জনাব অসিত বরণ বিশ্বাস জানান- যেহেতু সারাদেশে অটো রিক্সা চলছে; সেহেতু নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে নির্দিষ্ট একটা ফি এর মাধ্যমে ও বকেয়া আদায় স্বাপেক্ষে "মিশুক" অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। কালার কোডিং করে সময় নির্ধারণ করে দিলে শহরের যানজট অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এজন্য চালকদের গাইড লাইন করে দিতে হবে। নিয়ম ভঙ্গ করলে জরিমানার আওতায় আনতে হবে।

সে প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে বর্তমানে প্যাডেল চালিত রিক্সার লাইসেন্সের সংখ্যা ১৭,৪৪২টি। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন ধরনের ব্যাটারী চালিত রিক্সা/ ইজি বাইক চলতে দেয়া হবে না। রাস্তার ধারণ ক্ষমতা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এতো পরিমান রিক্সা একসাথে "মিশুক হিসেবে" অনুমোদন দিলে যানজট কমানো সম্ভব হবে না। যাদের বেশি লাইসেন্স রয়েছে তাদের ৫০ ভাগ লাইসেন্স মিশুকে অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, (১) বকেয়া পরিশোধ ও শর্ত স্বাপেক্ষে অস্থায়ী ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে রিক্সার পরিবর্তে মিশুক (ব্যাটারী চালিত) অনুমোদন প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যারা প্যাডেল চালিত রিক্সা চালাতে চায় তাদের সুযোগ রেখে নিম্নলিখিত ফি গ্রহণ করার প্রস্তাব সর্ব সম্মতক্রমে গৃহীত হয়।

ক্রঃনং	বিষয়	চুড়ান্ত ফি
০১	আবেদন ফরম	৫০০/-
০২	নাম্বার প্লেট+ ব্লুবুক (প্রতি বছর)	৫০০+ ১৫% ভ্যাট
০৩	মিশুক নিবন্ধন/নবায়ন ফি (প্রতি বছর)	৫,০০০+ ১৫% ভ্যাট
০৪	মিশুক নামজারী/ হস্তান্তর ফি	৫০০+ ১৫% ভ্যাট
০৫	মিশুক ড্রাইভার লাইসেন্স ফি	১,২০০+ ১৫% ভ্যাট (তিন বছর মেয়াদী)
০৬	প্যাডেল চালিত রিক্সা	ভ্যাটসহ ১,৯৩৫ টাকা (পূর্বের ন্যায়)

(২) যাদের বেশি লাইসেন্স রয়েছে তাদের ৫০ ভাগ লাইসেন্স মিশুকে অনুমোদন প্রদান করার প্রস্তাব সর্ব সম্মতক্রমে গৃহীত হয়। (৩) তিন অঞ্চলের জন্য ০৩ রং বিশিষ্ট; যথা: সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চল- নীল রং, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল- হলুদ রং এবং কদমরসুল অঞ্চল- কমলা রং এর মাধ্যমে কালার কোডিং করে মিশুক (ব্যাটারী চালিত) অনুমোদন প্রদান করার প্রস্তাব সর্ব সম্মতক্রমে গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন বিভাগ, লাইসেন্স শাখা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসুচি- ৮: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনস্থ অডিটোরিয়াম/ডর্মিটরি এবং বিভিন্ন ভবনের কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া নির্ধারণ সম্পর্কিত আলোচনা।

আলোচনা: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান- নগর ভবনের অভ্যন্তরে ৫৭০ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সাউন্ড সিষ্টেম ব্যবস্থাসহ অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া ১০ম তলায় বিভিন্ন আয়তনের ১১টি রুম/ডর্মিটরি আছে। রুমগুলোর আয়তন ও রক্ষিত মালামালের তালিকা সভায় পেশ করা হয়। তিনি আরো জানান, সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন পদ্ম সিটি প্লাজা-৫ এর তয় তলায় ৯১৩২ বর্গফুট, দোলনচাঁপা সিটি প্লাজার ৩য় তলায় ৭৭৪০ বর্গফুট এবং মদনগঞ্জ বকুল তলা কমিউনিটি সেন্টার ভবনের নীচতলায় ৩৮১০ ও ২য় তলা ৩৮৬৮ একত্রে মোট ৭৬৭৮ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ আঞ্চলিক অফিসে (কাঠালচাপা সিটি প্লাজা-১) ২য় তলায় নির্মিত কমিউনিটি সেন্টার-টি বর্তমানে আগ্রহীদের নিকট দৈনিক ভাড়া প্রদান করা হচ্ছে। বর্ণিত অডিটরিয়াম/ডর্মিটরি/কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়ার পদ্ধতি ও পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

নগর ভবনের ১০ম তলায় ডর্মিটরির ১১টি রুমের তথ্য

ক্রঃ নং	রুম নং	আয়তন (বর্গফুট)	মালামালের বিবরণ
১	১০০১	২২ ×২১ = ৪৬২	বেড ১টি(বড়), সোফা ২সিটের ২টি,পড়ার টেবিল ১টি, টিটেবিল ১টি, চেয়ার ২টি
২	১০০২	২৭ ×২৭ = ৭২৯	বেড ১টি(বড়), সোফা ২ সিটের ২টি, আলমারী ১টি, চেয়ার ২টি, টি-টেবিল ১টি
৩	১০০৩	৩৪ ×১৩ = ৪২২	বর্তমানে ফার্নিচার রাখা আছে।
৪	১০০৪	৩৪ ×১৩ = ৪২২	আলমারী ১টি, বেড ১টি, চেয়ার ২টি, সোফা ২ সিটের ১টি
৫	১০০৫	৩৪ ×১৩ = ৪২২	বেড ১টি, সোফা ২ সিটের ১টি, আলমারী ১টি, পড়ার টেবিল ১টি, ছোট বক্স ১টি, চেয়ার ২টি
৬	১০০৬	৩২ ×১২ = ৩৮৪	আলমারী ১টি, বেড ১টি, চেয়ার ২টি, সোফা ২সিটের ১টি, গোল টেবিল ১টি
৭	১০০৭	৩৪ ×১৬ = ৫৪৪	বেড ১টি, সোফা ১টি,চেয়ার ২টি,আলমারী ১টি
৮	১০০৮	৩৪ ×১৬ = ৫৪৪	বেড ২টি, সোফা ২টি,আলমারী ১টি, লম্বা বক্স ১টি, চেয়ার ২টি, গোল টেবিল ১টি
৯	১০০৯	২৮ ×১৬ = ৪৪৮	বেড ১টি,আলমারী ১টি, সোফা ২সিটের ১টি, পড়ার টেবিল ১টি, টিটেবিল ১টি, গোল টেবিল ১টি, চেয়ার ২টি, লম্বা বক্স ১টি, ছোট বক্স ১টি,ক্যাশ বক্স ১টি, টিভি ১টি, কাপড় রাখার স্ট্যান্ড ১টি
১০	১০১০	২৮ ×১৩ = ৩৬৪	বেড ১টি, সোফা ১টি, টি-টেবিল ১টি, লম্বা বক্স ১টি, চেয়ার ২টি, আলমারী ১টি
১১	১০১১	২৮ ×১৬ = ৪৪৮	বেড ১টি, সোফা ১টি, টি-টেবিল ১টি, লম্বা বক্স ১টি, চেয়ার ২টি, আলমারী ১টি, গোল টেবিল ১টি, ছোট বক্স ১টি

কমিউনিটি সেন্টারের তথ্য

ক্রঃ নং	ভবনের নাম ও ওয়ার্ড নম্বর	অবস্থান	আয়তন (বর্গফুট)
১	পদ্ম সিটি প্লাজা-৫ ওয়ার্ড-১৫	৩য়	৯১৩২
২	দোলনচাপা সিটি প্লাজা ওয়ার্ড- ০৮	৩য়	৭৭৪০
৩	মদনগঞ্জ বকুলতলা সিটি কমিউনিটি সেন্টার ভবন ওয়ার্ড- ১৯	নিচতলা	৩৮১০
		২য় তলা	৩৮৬৮

সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, (১) নগর ভবনের নিচ তলার অডিটোরিয়ামটি রাজনৈতিক প্রোগ্রাম বাদে অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেয়া হবে; (২) নগর ভবনের ১০ম তলার ডর্মিটরি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রকল্প ও দাতা সংস্থা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভাড়া পরিশোধ স্বাপেক্ষে ব্যবহার করতে পারবে;

(৩) কমিউনিটি সেন্টারগুলো ৫বছর মেয়াদী ইজারা প্রদানের, ইজারা প্রদান সম্ভব না হলে সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ভাড়া প্রদান করা হবে;

(৪) অডিটোরিয়াম এবং ডর্মিটরি ব্যবহারের নিয়ম ও ভাড়া নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: ফ্ল্যাট/মার্কেট ও ভাড়া আদায় শাখা, সম্পত্তি বিভাগ, হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসুচি- ৯: নগর ভবনের ৩য় তলার স্পেস সোনালী ব্যাংককে ভাড়া প্রদান প্রসঙ্গে।

আলোচনা: প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা জানান, নগর ভনের ৩য় তলার দক্ষিণ পাশে অবস্থিত ১৬১১ বর্গফুট পরিমিত স্থানে সোনালী ব্যাংক নিতাইগঞ্জ শাখা স্থানান্তরের আবেদন করে। এর প্রেক্ষিতে ভাড়া নির্ধারনের জন্য গঠিত কমিটি প্রতি বর্গফুট মাসিক ৪৫/- টাকা ভাড়া নির্ধারনের প্রস্তাব করে। পরবর্তীতে সরকারী ব্যাংকের বিবেচনায় ব্যাংকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪০/- টাকা পুনঃ নির্ধারনের প্রস্তাব করে। বিষয়টি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে নগর ভনের ৩য় তলার দক্ষিণ পাশের ১৬১১ বর্গফুট পরিমিত স্থান প্রতি বর্গফুট ৪০/- টাকা হারে সোনালী ব্যাংককে তাদের শাখা স্থাপন/স্থানান্তরের নিমিত্ত প্রতি ৩ বছর পরপর ৫% ভাড়াবৃদ্ধি সাপেক্ষে ৯ বছরের জন্য ভাড়া প্রদানপূর্বক চুক্তিপত্র সম্পাদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বাস্তবায়নে: সম্পত্তি বিভাগ, হিসাব বিভাগ, মার্কেট ফ্ল্যাট ভাড়া আদায় শাখা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসুচি- ১০: সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ফ্ল্যাটের প্রতি বর্গফুটের মূল্য এবং ভাড়া নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা।

আলোচনা: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ১৪ নং ওয়ার্ডস্থ দেওভোগ পানির ট্যাংকি সংলগ্ন ০৯ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন মহুয়া সিটি প্লাজা-১ নির্মাণাধীন। ভবনের ২য় – ৯ম তলা পর্যন্ত প্রতি তলায় ২টি করে মোট ১৬টি ফ্ল্যাট। তাছাড়া ৮নং ওয়ার্ড ধনকুন্ডাস্থ ৯তলা বিশিষ্ট দোলনচাঁপা সিটি প্লাজা-১ এর ৪র্থ - ৫ম তলা পর্যন্ত ফ্ল্যাট নির্মাণ করে ইতোমধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ভবনের ৬ষ্ঠ – ৯ম তলায় ফ্ল্যাট নির্মাণাধীন। প্রতি তলায় ৭টি করে মোট ২৮টি ফ্ল্যাট। বর্তমানে ২৪/১১/২০২০খ্রিঃ তারিখের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মতে ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে একই ফ্ল্যাটের সমমুল্যের দরদাতাগণের ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে এবং যেসকল ফ্ল্যাটের আবেদন পাওয়া যায়নি সেসকল ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বুকিং মানি ২০% এবং অবশিষ্ট মূল্য ৬ মাস অন্তর ১০ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। তিনি আরো জানান, ১৯ নং ওয়ার্ডস্থ মদনগঞ্জ বকুলতলা কমিউনিটি সেন্টার ভবনের ৩য় – ৫ম তলা পর্যন্ত প্রতি তলায় ৩টি করে ৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। মাসিক ভিত্তিতে ভাড়া প্রদান করা হলে মদনগঞ্জ বকুলতলা কমিউনিটি সেন্টার ভবনের ফ্ল্যাটগুলোর মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তিনি বিস্তারিত বিবরণ সভায় পেশ করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ভবনের নাম	আয়তন (বর্গফুট)	ফ্ল্যাট সংখ্যা	প্রতি বর্গফুটের নির্মাণ ব্যয়	মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব (প্রতি বর্গফুট)	মোট মূল্যের প্রস্তাব	ভাড়ার পরিমাণ (মাসিক)
মহুয়া সিটি প্লাজা-১ (দেওভোগ পানির ট্যাংকি সংলগ্ন)	১৪০৬, ১৫৬০	১৬	৩৯৫০/-	৪৫০০/-	৬৩,২৭,০০০/- ৭০,২০,০০০/-	৫০০/- প্রতিকী
দোলনচাপা সিটি প্লাজা-১ (ধনকুন্ডা)	১১৫০, ১১৭০, ১১০০, ১০৭০, ১১৭০, ১১৫০, ১৪০০	২৮	৪০৮৬/-	৪৫০০/-	৫১,৭৫,০০০/- ৫২,৬৫,০০০/- ৪৯,৫০,০০০/- ৪৮,১৫,০০০/- ৬৩,০০,০০০/-	
মদনগঞ্জ বকুলতলা কমিউনিটি সেন্টার ভবন (মদনগঞ্জ)	১২৫০, ১০১০	০৯	-	-		যথাক্রমে ৮৫০০ ও ৭৫০০ টাকা হারে মাসিক ভাড়া ধার্য করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, (১) মহুয়া সিটি প্লাজা-১ এর প্রতি বর্গফুটের মূল্য ৫০০০/-টাকা এবং দোলনচাপা সিটি প্লাজা-১ এর প্রতি বর্গফুটের মূল্য ৪৫০০/-টাকা, বুকিং মানি ২০%, অবশিষ্ট মূল্য ৬ মাস অন্তর ১০টি সমকিস্তিতে পরিশোধ এবং প্রতিকী ভাড়া পূর্বের ন্যায় মাসিক ৫০০/- টাকা হারে নির্ধারন পূর্বক আবেদনকারী একাধিক হলে লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) মদনগঞ্জ বকুলতলা কমিউনিটি সেন্টার ভবনের ১২৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের মাসিক ভাড়া ৮৫০০/- টাকা এবং ১০১০ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাটের মাসিক ভাড়া ৭৫০০/- টাকা মাসিক ভাড়া ধার্য্য পূর্বক অস্থায়ী ভাড়া প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বাস্তবায়নে: ফ্ল্যাট/মার্কেট ও ভাড়া আদায় শাখা, সম্পত্তি বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসুচি- ১১: এনসিসি এর সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলরগণের সাথে অস্থায়ী ভিত্তিতে দক্ষশ্রমিক হিসেবে কর্মরত ওয়ার্ড সচিবগণের নিয়োগ বাতিল বিষয়ক আলোচনা।

আলোচনা: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন জানান- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২৭টি ওয়ার্ডে ৩৬জন নির্বাচিত কাউন্সিলর রয়েছেন। প্রত্যেক কাউন্সিলর এর সহায়ক ষ্টাফ হিসেবে ০১ জন করে অস্থায়ীভাবে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে ওয়ার্ড সচিব নিয়োজিত রয়েছেন। যাদের মাসিক বেতন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে বহন করা হয়। কিন্তু অত্র সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসরণে দেখা যায়, কাউন্সিলর ষ্টাফ হিসেবে ২৭টি ওয়ার্ডের জন্য ২৭জন ওয়ার্ড সচিবের পদ শূণ্য রয়েছে। অর্থাৎ, সাধারণ আসনের কাউন্সিলরগণের কাজের সুবিধার জন্য "কাউন্সিলর সহায়ক ষ্টাফ" হিসেবে ওয়ার্ড সচিব নিয়োগ করতে পারবেন মর্মে প্রতিয়মান হয়। কিন্তু, সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের সকল কাউন্সিলগণের কাজের সুবিধার্থে মাননীয় মেয়র মহোদয় ৩৬জন কাউন্সিলরগণকে অস্থায়ী ভিত্তিতে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে ওয়ার্ড সচিব নিয়োগের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। এমতাবস্থায়, সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত পদের বিপরীতে অতিরিক্ত ০৯ জন অস্থায়ী ওয়ার্ড সচিবগণের (সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলরগণের সাথে নিয়োজিত অস্থায়ী ওয়ার্ড সচিব) অস্থায়ী নিয়োগ বাতিলের জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

উক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে ১৫নং ওয়ার্ডের সম্মানীত কাউন্সিলর জনাব অসিত বরন বিশ্বাস জানান- অস্থায়ী দক্ষ শ্রমিক হিসেবে ওয়ার্ড সচিব পদে কাজ করতে করতে অনেকের সরকারী চাকরির বয়স শেষ হয়ে গেছে। সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলরগণের সাথে নিয়োজিত অস্থায়ী ওয়ার্ড সচিবদের অস্থায়ী নিয়োগ বাতিল না করে তাদের অন্যান্য কাজে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। তার কথার সাথে একমত পোষন করে ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলর জনাব মাকসুদা মোজাফফর জানান- মহিলাদের একসাথে ০৩ (তিন)টি ওয়ার্ডের দায়িত্ব পালন করতে হয়। ওয়ার্ড সচিবের সহায়তা ছাড়া সকল কাজ কিভাবে করা যাবে?

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন- ২৭টি ওয়ার্ডে ২৭জন ওয়ার্ড সচিব থাকবে এটাই আইন। আইন ছাড়া আমরা চলতে পারবো না। এক্ষেত্রে মহিলা কাউন্সিলরগণ যখন যে ওয়ার্ডে যাবেন তখন সেই ওয়ার্ডের দায়িত্বরত ওয়ার্ড সচিব তাকে কাজে সহায়তা করবে। তবে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করে বর্তমানে মহিলা কাউন্সিলরগণের সাথে যে সকল ওয়ার্ড সচিব নিয়োজিত আছেন তাদের অন্য কোন কাজে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। সভাপতি মহোদয়ের প্রস্তাবের সাথে সকল কাউন্সিলরগণ একমত পোষণ করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, মানবিক দিক বিবেচনা করে মহিলা আসনের কাউন্সিলরের সাথে অস্থায়ীভাবে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে ওয়ার্ড সচিব পদে কর্মরতদের অন্যান্য কাজে নিয়োগ প্রদান করে নির্ধারিত দায়িত্বের পাশাপাশি মহিলা কাউন্সিলরের ওয়ার্ড সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়নে: প্রশাসন শাখা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ আলোচ্যসুচি- ১২(১): ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রবিধান মালা প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

আলোচনা: সহকারী সচিব জনাব মোহাম্মদ হান্নান মিয়া জানান, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব অর্থায়নে সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন স্থানে নগরবাসীর আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভবন নির্মাণ করে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করছে। বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম সাবেক পৌরসভা প্রনীত ফ্ল্যাট বরাদ্দ নীতিমালা অনুসারে সম্পাদন করা হচ্ছে। উক্ত নীতিমালার কিছু সংশোধন সংযোজন প্রয়োজন। তাই ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদানের জন্য ১টি প্রবিধানমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রবিধান মালা প্রণয়নের লক্ষে ১টি কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়নে: ফ্ল্যাট/মার্কেট ও ভাড়া আদায় শাখা, সম্পত্তি বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ আলোচ্যসুচি- ১২(২): ভাড়া চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা: সহকারী সচিব জানান, সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বঙ্গবন্ধু রোডস্থ দোয়েল সিটি প্লাজা-১ এর ২য় তলার মোট ৯২৬ বর্গফুট পরিমিত ২০১, ২০৮ ও ২০৯ নং দোকান জনাব শহীদুল ইসলাম খান টিটু প্রতিষ্ঠাতা ফ্রি জোনকে ৯২,৬০০/- টাকায় মাসিক ভাড়া প্রদান করা হয়। তিনি বর্ণিত ৩টি দোকানের জন্য ১০ বছর মেয়াদী ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের আবেদন করেন। অপরদিকে ১১ নং ওয়ার্ডস্থ এসিআই ফ্যাক্টরীর

গেট সংলগ্ন এনসিসি নির্মিত ৩০০০ বর্গফুটের স্টিলের সেড ১৮,০০০/- টাকায় জনাব মনির উদ্দিন খন্দকার ৩৫/১, মোকরবা রোড, নারায়ণগঞ্জকে মাসিক ভাড়া প্রদান করা হয়। তিনি অভ্যন্তরীন ডেকোরেশান নিজ খরচে সম্পাদনপূর্বক বর্ণিত সেডটি ১০ বছর মেয়াদী ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের আবেদন করেন। বর্ণিত ২টি আবেদনের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে অভ্যন্তরীন সাজসজ্জার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক বঙ্গবন্ধু রোডস্থ দোয়েল সিটি প্লাজা-১ এর ২য় তলার ২০১, ২০৮ ও ২০৯ নং দোকান ৯২,৬০০/- টাকা মাসিক ভাড়ায় জনাব শহীদুল ইসলাম খান টিটুকে এবং এসিআই গেট সংলগ্ন স্টিলের সেডটি ১৮,০০০/- টাকা মাসিক ভাড়ায় জনাব মনির উদ্দিন খন্দকারকে ১০ বছরের জন্য ভাড়া প্রদানপূর্বক ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বাস্তবায়নে: ফ্ল্যাট/মার্কেট ও ভাড়া আদায় শাখা, সম্পত্তি বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, হিসাব বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ আলোচ্যসুচি- ১২(৩): এনসিসি এর পানি সরবরাহ বিভাগের পানির সংযোগ ও বিভিন্ন প্রকার সেবার ফি অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা।

আলোচনা: নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ইসমাইল চৌধুরী জানান- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ছকের ৪নং কলাম অনুযায়ী পানি সরবরাহ বিভাগের সার্ভিস লাইনের সংযোগ ফি ও মিটার চার্জ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পানি সরবরাহ বিভাগের সার্ভিস লাইন যৌক্তিক পর্যায়ে পুনঃনির্ধারণের জন্য ৫নং কলাম অনুযায়ী প্রস্তাব করা হলো।

ক্রঃ নং	ব্যাস	ঢাকা ওয়াসা সংযোগ ফি (ডিমান্ড নোট)	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সংযোগ ফি (ডিমান্ড নোট)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
০১	১ ইঞ্চি	১. কানেকশন ফি= ২,০০০/- টাকা ২. মালামাল বাবদ= ৬,০৬০/- টাকা ৩. সার্ভিস চার্জ= ১,৩৯০/- টাকা ৪. ভ্যাট ১৫%= ১,২১২/- টাকা ৫. মিটার মূল্য= ৯,০২৮/- টাকা মোট টাকা= ১৯,৬৯০/- টাকা	<u>বর্তমান আদায়</u> ১. আবেদন ফি= ১০০/- টাকা ২. ডিমান্ড নোট ফি= ৪,৭০০/- টাকা ৩. মিটার মূল্য= ৭,৭০০/- টাকা বিঃদ্রঃ রোড কাটিং ফি প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক আদায় করা হয়।	<u>(আবাসিক)</u> ১. আবেদন ফি= ২০০/- টাকা ২. ডিমান্ড নোট ফি= ৫,৭০০/- টাকা ৩. ভ্যাট ১৫%= ৮৫৫/- টাকা মোট টাকা= ৬,৭৫৫/- টাকা <u>(বানিজ্যিক)</u> ১. আবেদন ফি= ২০০/- টাকা ২. ডিমান্ড নোট ফি= ১৫,০০০/- টাকা ৩. ভ্যাট ১৫%= ২,২৫০/- টাকা মোট টাকা= ১৭,৪৫০/- টাকা
০২	১.৫ ইঞ্চি	১. কানেকশন ফি= ২০,০০০/- টাকা ২. মালামাল বাবদ= ৮,৫৩০/- টাকা ৩. সার্ভিস চার্জ= ১,৭০৬/- টাকা ৪. ভ্যাট ১৫%= ৪,৫৩৫/- টাকা ৫. মিটার মূল্য= ২০,১৩৬/- টাকা মোট টাকা= ৫৪,৯০৭/- টাকা	---	<u>(আবাসিক)</u> ১. আবেদন ফি= ২০০/- টাকা ২. ডিমান্ড নোট ফি= ১০,০০০/- টাকা ৩. ভ্যাট ১৫%= ১,৫০০/- টাকা মোট টাকা= ১১,৭০০/- টাকা <u>(বানিজ্যিক)</u> ১. আবেদন ফি= ২০০/- টাকা ২. ডিমান্ড নোট ফি= ২০,০০০/- টাকা ৩. ভ্যাট ১৫%= ৩,০০০/- টাকা মোট টাকা= ২৩,২০০/- টাকা

সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে, গভীর নলকূপের আবেদন ফি ৫০০/- টাকার পরিবর্তে ২০০/- টাকা হারে পুনঃনির্ধারণ করাসহ নিম্নলিখিত ছকে উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী বিভিন্ন সেবা/ফি গ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

ক্রঃনং	ব্যাস	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সংযোগ ফি (ডিমান্ড নোট)	
(১)	(২)	(৩)	
০১	১ ইঞ্চি	(আবাসিক) ১. আবেদন ফি= ২০০/- টাকা ২. ডিমান্ড নোট ফি= ৫,৭০০/- টাকা ৩. ভ্যাট ১৫%= ৮৫৫/- টাকা মোট টাকা= ৬,৭৫৫/- টাকা	(বানিজ্যিক) ১. আবেদন ফি= ২০০/- টাকা ২. ডিমান্ড নোট ফি= ১৫,০০০/- টাকা ৩. ভ্যাট ১৫%= ২,২৫০/- টাকা মোট টাকা= ১৭,৪৫০/- টাকা
০২	১.৫ ইঞ্চি	(আবাসিক) ১. আবেদন ফি= ২০০/- টাকা ২. ডিমান্ড নোট ফি= ১০,০০০/- টাকা ৩. ভ্যাট ১৫%= ১,৫০০/- টাকা মোট টাকা= ১১,৭০০/- টাকা	(বানিজ্যিক) ১. আবেদন ফি= ২০০/- টাকা ২. ডিমান্ড নোট ফি= ২০,০০০/- টাকা ৩. ভ্যাট ১৫%= ৩,০০০/- টাকা মোট টাকা= ২৩,২০০/- টাকা

বাস্তবায়নে: পানি সরবরাহ বিভাগ (রাজস্ব ও মজ্স শাখা), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ আলোচ্যসুচি- ১২(৪): টিসিবি কার্ড সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা: সভাপতি মহোদয় বলেন- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জন্য ১,১৫,০০০টি টিসিবি কার্ডের বরাদ্দ রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে আপনাদের অনুকূলে প্রতিটি ওয়ার্ডে নির্দিষ্ট পরিমান সংখ্যায় তা পূরণের জন্য বন্টন করা হয়েছে। কিন্তু এখনো ৪৫,০০০ কার্ড বাকি রয়েছে। সেগুলোও আপনাদের অনুকূলে পুনঃ বন্টন করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত কার্ডের বিপরীতে প্রতি ওয়ার্ড থেকে উপকারভোগীদের নামের তথ্য চাওয়া হলেও আপনারা তা সরবরাহ করছেন না। এমতাবস্থায়, তিনি ০৭ দিনের মধ্যে যার যার ওয়ার্ডের নির্ধারিত টিসিবি কার্ডের তথ্য জমাদানের জন্য সকলকে আহবান করেন। অন্যথায় যে বেশি উপকারভোগীর তথ্য দিবে তার সবগুলো তথ্য গ্রহণ করা হবে। এতে কোন আপত্তি করলে তা গ্রহণ করা হবে না মর্মে সকলকে অবগত করে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: সকল কাউন্সিলরকে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে যার যার ওয়ার্ডের উপকারভোগীদের নামের তথ্য জমাদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়নে: সম্মানীত কাউন্সিলরবৃন্দ (সকল), সমাজকল্যাণ শাখা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ আলোচ্যসূচি- ১২(৫) ঃ IDP (আই ডি পি) প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ জনান- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) অধীন JiCA সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প "আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রকল্পে" (Urban development and city governance project) টি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে চলমান এ প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৮-২৯ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে। UDCGP এর আওতায় Road Drain, Footpath, Water Supply, Infrastructure Development such as Community centre, Solid waste Management scheme (SWMs), Open Space development সহ বিবিধ কার্যক্রমের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। ইতিমধ্যে NCC তে Drain with foot path development in Bangabandhu Road both side এর টেন্ডার চলমান রয়েছে। চলমান কার্যক্রমের বাকী কাজ গুলো যেমন SWM, Water Supply (WS), Regularly বাস্তবায়ন করা হবে। এতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আত্ন-সামাজিক ও পরিবেশের উন্নয়ন হবে এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন একটি Smart সিটিতে রুপান্তরিত হবে। দ্বিতীয়তঃ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে Infrastructure Development Plan (IDP) গ্রহণের নিমিত্তে ২৭ টি ওর্য়াডের সভা করে WLCC মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে CLCC তে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং Standing Committee on Urban Infrastructure Construction & Maintenance (SC-UICM) তে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকল কাউন্সিলর বৃন্দ আলোচনা করেন এবং প্রকল্প গুলো বাস্তবায়নের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত Format অনুসারে উপস্থাপন করা হয়েছে যা পরিশিষ্ট "(খ)" তে উল্লেখ করা হয়েছে । মোট প্রকল্প সংখ্যা ৩০৭টি।